দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 30 AUG 1987
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

কিণ্ডারগার্টেন স্কুল প্রসঙ্গে

উনিশে আগস্ট বুধবারের শিক্ষাঙ্গনে "কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ঃ শিক্ষা না ব্যবসা"— লেখাটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে শিক্ষার সংগে জড়িত থেকে শিক্ষাকে জীবনে নিছক এক অর্থকরী পেশারূপেই নয়, বরং দেশপ্রেম ও জনসেবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থারূপে জেনেছি। কিন্তু আজ কপালে করাঘাত করে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে যে, সারাদেশ জুড়ে শিক্ষার এ কী রূপ দেখতে পাচ্ছি।

একমাত্র ত্যাগের মানসিকতার উপরেই যথার্থ শিক্ষা ব্যবস্থা দাঁড়াতে পারে। ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ড তার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে ব্যবসাত্যাগী মানসিকতার হন্তা। শুধু শিক্ষা বিষয়েই নয়, যে কোন ব্যবসা আজ দুর্নীতির অতল তলায় তলিয়ে গেছে বললে খুব বেশী বলা হবে না। এটিই আজ দেশের, সমাজের বাস্তবতা।

শিক্ষা ব্যবস্থা একবার যখন ব্যবসায়ের পথে পা বাড়িয়েছে তখন দুর্নীতি যে তাতে প্রবেশ করবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ দেখি না। দুর্নীতির রূপ একটি মাত্র নয়। প্রকৃত দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণকারীরা আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে, দৃশ্যতঃ তাকে পূত-পবিত্র এবং গোবেচারা বলেই মনে হয়।

সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে আপনার ছেলেমেয়ের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে—কি চমৎকার! এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? কিন্তু প্রকৃতই কি তাই?

যে কোন ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্যই হল সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন এবং গ্রাহকের মনকে এমনভাবে প্রলুব্ধ করা যাতে সে হাসতে হাসতে তার পকেটের টাকাটা বিক্রেতাকে দিয়ে দেয়। গ্রাহকের প্রকৃত স্বার্থের যত্ন নেয়া কখনোই ব্যবসায়ীর লক্ষ্য হতে পারে না। সমাজে নতুন উঠতি ধনপতি ও সমাজপতিদের মনের একটি দুর্বলতাকে পুঁজি করেই কিণ্ডারগার্টেন ব্যবসা চলছে। সে দুর্বলতাটা কি? সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে কামনা করা অবশ্যই একটি মহৎ প্রেরণা। কিন্তু এখানে তা নয়। বর্তমান সমাজে যে সর্বগ্রাসী প্রতিযোগী মনোবৃত্তি আমাদের মহান আত্মাকে গ্রাস করেছে এটা তারই আরেকটি প্রকাশ। এখানে একজনকে বড় করতে চাই অন্যজনকে ছোট করে। আমার দেহকে পুষ্ট করতে চাই তোমার দেহকে অপুষ্ট নিরক্ত রেখে। তা নাহলে তোমার উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করব কি করে? কথাটা শুনতে ভালো লাগবে না। কিন্তু নগ্ন সত্য হলো— আমরা সমাজের মানুষের কল্যাণ চাই না। সামগ্রিকভাবে সমাজের অকল্যাণের ভিত্তিভূমির উপরে নিজের প্রতিষ্ঠা চাই। অর্থাৎ, আমার সন্তানকে ভালোবাসার একমাত্র বাস্তব তাৎপর্য হলো তোমার সন্তানকে আমার সন্তানের নীচে স্থাপন করা। আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকটি ক্ষুদে ফেরাউন।

আমরা বলছি— এটা আমাদের আত্মরক্ষার জন্যে। কিন্তু কথাটা সঠিক নয়। আমরা অভিভাবকরা এই আত্মরক্ষা অত্মোন্নতির জন্য উন্মাদ। হেনরূপ প্রতিযোগিতা থেকেই কিণ্ডারগার্টেন এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবসায়ের উদ্ভব। এই যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার সংক্রামক ব্যাধি সমগ্র জাতিকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। এ থেকে নিষ্কৃতির কোন পথ দেখি না একমাত্র ওষুধটি ছাড়া। সে ওষুধটি কি? অন্য কিছু নয়, তা হলো দেশপ্রেম। দেশপ্রেমের শ্লোগান নয়— হৃদয়ের তাজা দেশপ্রেম। যে দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। সেই দেশপ্রেম, দেশের সমস্ত সুযোগ-সুবিধাকে কেবল আমার স্বার্থরক্ষার কুক্ষিগত করার মধ্যে নয়, বরং সে দেশপ্রেম সকলের কল্যাণের মধ্যে আমার কল্যাণটিকে দেখতে পারার মানসিকতার মধ্যে।

আর জ্ঞানকে যারা সম্পূর্ণ সচেতনচিত্তে উচ্চমূল্যের বাজারে বিক্রয় করতে লেগেছেন তারা জ্ঞানপাপী। ইসলাম জ্ঞানার্জনকে উৎসাহিত করেছে কিন্তু সেটা ব্যবসায়ের জন্য নয়। প্রকৃত জ্ঞানী সর্বোচ্চ ত্যাগী। ভোগী নয়।

এ প্রসঙ্গে এ কথাটাও বলা দরকার যে, শিক্ষককে যদি আজকের দিনে ব্যবসায়ের সামগ্রীতে পরিণত করা হয়ে থাকে তবে সে অপরাধে অপরাধী একমাত্র কিণ্ডারগার্টেনগুলোই নয়। সারা দেশব্যাপী এই বিষবৃক্ষটাকে উপড়াবে কে?

—হোসেন আহমদ চৌধুরী